ইলিশ অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা প্রজননক্ষেত্র ও জাটকা সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা কৌশল

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
নদীকেন্দ্র, চাঁদপুর

জাতীয় মাছ ইলিশ আমাদের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। অনাদিকাল থেকেই আমাদের জাতীয় অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও আমিষ জাতীয় খাদ্য সরবরাহে এ মাছ অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে ইলিশ মাছের অবদান প্রায় ১২% এবং বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৩ লক্ষ ৪৬ হাজার মে.টন যার বাজার মূল্য প্রায় ১০,০০০/-কোটি টাকার উর্দ্ধে। জিডিপিতে ইলিশ মাছের অবদান প্রায় ১% । প্রতিবছর ইলিশ মাছ রপ্তানি হতে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ প্রায় ২৫০-৩০০ কোটি টাকা। বিগত দশকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট সমস্যার কারণে (নদ-নদীর নব্য হ্রাস, পরিবেশ বিপর্যয়, নির্বিচারে জাটকা নিধন ও অধিক মাত্রায় ডিমওয়ালা ইলিশ আহরণ) ইলিশের উৎপাদন দ্রুত হ্রাস পাচ্ছিল। এ মাছের উৎপাদন সহনশীল পর্যায়ে বজায় রাখতে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা কৌশল যেমন-অভয়শ্রম ঘোষণা, প্রজনন মৌসুমে ইলিশ মাছ আহরণ নিষিদ্ধ ও জাটকা সংরক্ষণ ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইলিশ মাছ সারা বছরই কম-বেশী প্রজনন করে থাকে। তবে সবচেয়ে বেশী প্রজনন করে অক্টোবর মাসের (আশ্বিন/কার্তিক) বড় পূর্ণিমার সময়। এ সময় শতকরা প্রায় ৬০-৭০ ভাগ ইলিশ মাছই পরিপক্ক ও ডিম ছাড়ার উপযোগী অবস্থায় থাকে। আর এ সময়েই সবচেয়ে বেশী পরিমাণ (মোট ধৃত মাছের ৫০-৬০%) মাছ ধরা পড়ে। নির্বিচারে ডিমওয়ালা মাছ ধরা ও জাটকা নিধনের ফলে ইলিশ মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও নতুন প্রজন্মের প্রবেশন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছিল। তাই ইলিশ মাছের অবাধ প্রবেশন নিশ্চিত করণের জন্য কতকগুলি নির্দিষ্ট এলাকায় অভয়াশ্রম ঘোষণা করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, তেমনই অবাধ প্রজনন ও প্রাকৃতিকভাবে অধিক ডিম ও পোনা উৎপাদনের জন্য "মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০" এর অধীনে সর্বোচ্চ প্রাজনন মৌসুমে আশ্বিনের ভরা পূর্ণিমার দিনসহ পূর্বের ৩ দিন পরের ৭ দিন মোট ১১ দিন প্রধান প্রজনন এলাকায় ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উক্ত নিষেধাজ্ঞা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলাফল নির্ণয়ের জন্য বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা উনস্টিটিউট, নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর হতে গবেষণা পরিচালিত হয়। ইলিশ অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা, প্রজননক্ষেত্র ও জাটকা সংরক্ষণের উন্নত ব্যবস্থাপনা কৌশল বা পদ্ধতিগুলি এবং বাস্তবায়নের ফলাফল নিম্নে আলোচনা করা হলো।

উন্নত ব্যবস্থাপনা কৌশল

- অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা/জাটকার বিচরণক্ষেত্র সংরক্ষণ
- প্রজনক্ষম ইলিম সংরক্ষণ
- জাটকা সংরক্ষণ
- জেলেদেও বিকল্প কর্মসংস্থান
- জনসচেতনতা সৃস্টি

উন্নত ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়নের ফলাফল

জাটকার প্রধান বিচরণক্ষেত্র ও অবয়াশ্রম এলাকা প্রতিবৎসর জানুয়ারী হতে মে মাস পর্যন্ত জাটকা ধরার মৌসুম হলেও মার্চ এবং এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ পরিমাণে (৬০-৭০%) জাটকা ধরা পড়ে। তাই জানুয়ারী হতে মে মাস পর্যন্ত অভয়াশ্রম ঘোষণার প্রয়োজন হলেও জেলেদের কর্মসংস্থানের বিণয়টি বিবেচনা করে ঘোষিত ৫টি অভয়াশ্রমে নিম্নলিখিত সময়ে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে (সারণী-১)।

সারণী ১: অভয়াশ্রম এলাকা ও মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময়

অভয়াশ্রমের নাম	মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময়
১। নিম্ন মেঘনা নদী	মার্চ ও এপ্রিল (মধ্য ফাল্গুন হতে মধ্য বৈশাখ)
২। শাহবাজপুর চ্যানেল	ঐ
৩। তেঁতুলিয়া নদী	ঐ
৪। আন্ধারমানিক নদী	নভেম্বর-জানুয়ারী (মধ্য কার্তিক হতে মধ্য মাঘ)
৫। নিম্ন পদ্মা নদী	মার্চ ও এপ্রিল (মধ্য ফাল্গুন হতে মধ্য বৈশাখ)

ইলিশের প্রধান প্রজননক্ষেত্র ও আহরণ নিষিদ্ধ এলাকা ও সময়

ইলিশ মাছ বাংলাদেশের প্রায় সকল প্রধান নদ-নদী,মোহনা এবং উপকূল এলাকায় ডিম ছেড়ে থাকে। তবে বিভিন্ন তথ্যের উপর ভিত্তি করে ইলিশের প্রধান চারটি প্রজননক্ষেত্রে (ঢলচর, মনপুরা,মৌলভী চর, কালীর পর দ্বীপ) চিহ্নিত করা হয়েছে যার সমন্বিত আয়তন প্রায় ৭০০০ বর্গকিলোমিটার। উল্লেখিত চারটি প্রজনন ক্ষেত্রে প্রতি বৎসন আশ্বিনের ভরা পূর্ণিমার দিনসহ পূর্বের ৩ দিন ও পরের ৭ দিন মোট ১১ দিন মৎস্য সংরক্ষণ আইনে ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ইলিশ মাছের পরিপক্কতা ও প্রজনন আশ্বিনের বড় পূর্ণিমার সাথে সংশ্লিষ্ট বিধায় পূর্ণিমা সংগঠনের তারিখকে নির্দিষ্ট করে এর তিনদিন পূর্বে ও সাতদিন পরে প্রজননক্ষেত্রে ইলিশ মাছ আহরণ নিষিদ্ধ করে বর্তমানে প্রচলিত আইনটি সংশোধন করা হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞা পূর্ণিমার সাতদিন আগে এবং সাতদিন পরে সহ ১৫ দিন করা অধিকতর ফলপ্রসূ হবে বলেও সুপারিশ করাহয়েছে।

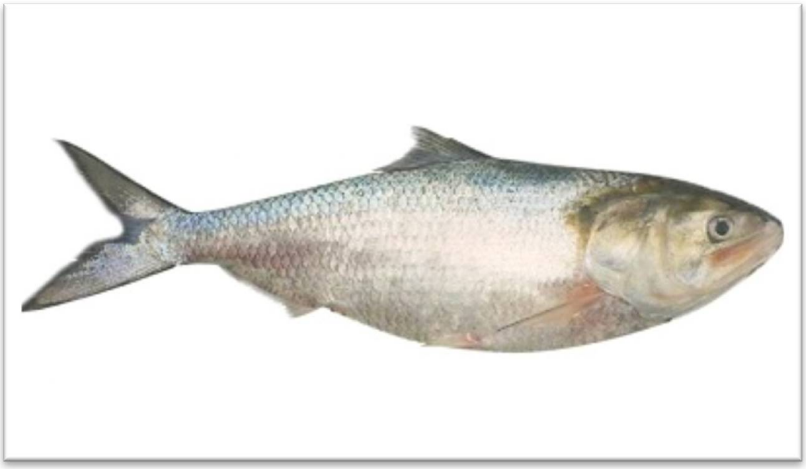

ইলিশের প্রাকৃতিক প্রজনন সাফল্য

ইলিশের প্রাকৃতিক প্রজনন সাফল্য নিরূপণ সমীক্ষায় ২০১১ ও ২০১২ সালে যথাক্রমে প্রায় ৩৬.২৭% ও ৩৫.৭৯% প্রজনণোত্তর ইলিশ মাছ পাওয়া গিয়াছে। অনুরূপ সমীক্ষায় ২০০২ ও ২০০৩ সালে যথাক্রমে ০.৫০% ও ১.৪০% প্রজনণোত্তর মাছ পাওয়া গিয়াছিল। অর্থাৎ বিগত ২০০২ সালের তুলনায় ২০১১ ও ২০১২ সালে প্রাকৃতিক প্রজনন সাফল্যর হার যথাক্রমে প্রায় ৭৩৫ ও ৭২% বৃদ্ধি পেযেছে (সারণী-২)।

সারণী ২: ইলিশের প্রজনন সাফল্যের তুলনামূলক হার

বৎসর	প্রজনণোত্তর মাছের হার (%)	বৃদ্ধির পরিমাণ (%)	ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
২০০২	০.৫০	-	পূর্বে প্রচলিত
২০০৩	১.৪০	২.৮	জাটকা রক্ষা অভিযান
২০০৭	৫.৪০	১০.৮	জাটকা রক্ষা+১০দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ+অভয়াশ্রম
২০০৮	৩৮.৭২	৭৭.৪৪	জাটকা রক্ষা+১০দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ+অভয়াশ্রম
২০০৯	১৭.৬২	৩৫.২৪	জাটকা রক্ষা+১০দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ+অভয়াশ্রম
২০১০	৩৩.৬৯	৬৭.৩৮	জাটকা রক্ষা+১১দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ+অভয়াশ্রম
২০১১	৩৬.২৭	৭২.৫৪	জাটকা রক্ষা+১১দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ+অভয়াশ্রম
২০১২	৩৫.৭৯	৭১.৫৮	জাটকা রক্ষা+১১দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ+অভয়াশ্রম

ডিম ও জাটকা উৎপাদনে সাফল্য

প্রজনন মৌসুমে (২০১২ এ) ১১ দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ থাকায় যথাক্রমে প্রায় ১.৬১ কোটি ইলিশ মাছ আহরণ হতে রক্ষা পেয়েছে। আহরণরহিত ইলিশ হতে প্রায় ৩,৮০,৪০০কেজি ডিম প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত হয়েছে । উৎপাদিত ডিমের পরিস্ফুটনের হার ৫০% হিসাবে প্রায় ২,৩৭,৭৫০ কোটি রেণু উৎপাদিত হয়েছে এবং উক্ত রেণুর বাঁচার হার ১০% হিসাবে প্রায় ২৩,৭৭৫ রোটি রেণু পোনা/জটকা চলতি বৎসর ইলিশ জনতায় নতুনভাবে সংযুক্ত হবে বলে ধারণা করা যাচ্ছে (সারণী-৩)।

সারনী ৩: বর্দ্ধিত ডিম ও জাটকা উৎপদনের পরিমাণ

বৎসর	ডিম উৎপাদন (কেজি)	প্রতি গ্রামে গড় ডিমের সংখ্যা	৫০% হ্যাচিং রেটে রেণু উৎপাদনের সংখ্যা (কোটি)	১০% বাঁচার হরে জাটকা উৎপাদনের সংখ্যা (কোটি)
২০০৭	৪৬,৮০০	১২,৫০০	২৯,৩০০	২,৯৩০
২০০৮	৩,৯২,৬২০	১২,৫০০	২,৪৫,৩৮৫	২৪,৫৩৮
২০০৯	১,৭০,৪২০	১২,৫০০	৮৫,২১০	৮,৫২১
২০১০	৩,৩৬,১৯৯	১২,৫০০	২,১০,১২৪	২১,০১২
২০১১	৩,৮৫,৫০০	১২,৫০০	২,৪০,৯৩৭	২৪,০৯৪
২০১২	৩,৮০,৪০০	১২,৫০০	২,৩৭,৭৫০	২৩,৭৭৫

জাটকার তুলনামূলক প্রাচুর্য

নিম্ন মেঘনা অববাহিকায় কারেন্ট জাল ব্যবহার করে পরীক্ষামূলকভাবে জাটকা আহরণে ২০১২ সালে প্রতি ১০০ মিটার জালে ঘন্টায় প্রায় ২.৭৪ কেজি জাটকা পাওয়া গিয়েছে (সারণী-৪)।

সারণী ৪: মেঘনা নদীর বিভিন্ন অংশে জাটকার তুলনামূলক প্রাচুর্য

বৎসর	প্রতি১০০মিটার কারেন্ট জালে ঘন্টায় ধৃত জাটকার পরিমাণ (কেজি)	হ্রাস (%)	বৃদ্ধি (%)	ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
২০০৫	০.৯৪	-	-	জাটকার অভয়াশ্রম
২০০৬	০.৬১	৩৫.১০	-	জাটকার অভয়াশ্রম
২০০৭	০.৭২	-	১৮.০৩	ঐ+১০দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ
২০০৮	১.৮৯	-	১৬৩	ঐ+১০দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ
২০০৯	২.৩১	-	১৪৫	ঐ+১১দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ
২০১০	২.৪৪	-	১৬০	ঐ+১১দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ
২০১১	২.৭২	-	১৮৯	ঐ+১১দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ
২০১২	২.৭৪	-	১৯১	ঐ+১১দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ

ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য ২০০৫ ও ২০০৬ সালে অভিন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (জাটকার অভয়াশ্রম) বলবৎ ছিল। তবে ২০০৭-২০১২ সালে জাটকার অভয়াশ্রম ও প্রধান প্রজনন এলাকায় ১১ দিন মাছ আহরণ নিষিদ্ধ থাকায় জাটকার প্রাচুর্য পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। জাটকার প্রাচুর্যের সাথে ইলিশের প্রাচুর্য সরাসরি নির্ভরশীল। জাটকা সংরক্ষণ জোরদার, অভয়াশ্রম ঘোষণার এবং ১১ দিন মাছ আহরণ নিষিদ্ধ ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়নের ফলে ইলিশ মাছের সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাটকার প্রাচুর্য বৃদ্ধি ও নতুন অভয়াশ্রম ঘোষণা

ইলিশ উৎপাদন ও জাটকার প্রাচুর্যে অভয়াশ্রমের প্রভাব নির্ণয়ের জন্য ইনস্টিটিউটের নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর কর্তৃক পরিচালিত গবেষণায় সাম্প্রতিককলে নিম্ন পদ্মা নদীতে জটকার প্রাচুর্যে তলনামূলক বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। এ প্রেক্ষপটে,পূর্বোক্ত ৫টি অভয়াশ্রম ছাড়াও নদীকেন্দ্র চাঁদপুরের পরীক্ষামূলক জটকা আহরণের ফলাফল বিশ্লেষণ করে বলিশাল জেলার হিজলা-মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার মেঘনার শাখা নদীতে প্রায় ৬০ কি:মি: এলাকায় অভয়াশ্রম ঘোষনার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে (সারণী-৫)।

জীবন্ত ইলিশ মাছ দেখার জন্য এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=9E8DFFBHQVA

সারণী ৫: মেঘনা শাখা নদীতে (বরিশালের হিজলা-মেহেন্দীগঞ্জে) প্রস্তাবিত অভয়াশ্রমের সীমানা এবং মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়

জিপিএস পয়েন্ট		সীমানা	মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়
উত্তর-পূর্ব	বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার নাছকাঠি পয়েন্ট (জিপিএস পয়েন্ট ২৩“০২.৭৫ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০ ৩৬.৬৪ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ)	উত্তরে বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলা এবং দক্ষিণে বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ এবং বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার মধ্যে অবস্থিত মেঘনার শাখা নদীসমূহের ৬০ কি.মি এলাকা	প্রতি বৎসর মার্চ হতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত সকল প্রকার মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকবে
উত্তর-পশ্চিম	বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার হরিনাথ পয়েন্ট (জিপিএস পয়েন্ট ২২ ৫৮ ৬৭ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০ ২৭.৬৪ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ)		
দক্ষিণ-পূর্ব	বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার ধূলখোলা পয়েন্ট (জিপিএস পয়েন্ট ২২ ৫১ ৯১ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০ ৩৭.৫২ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ)		
দক্ষিণ-পশ্চিম	বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার ভাষানচর পয়েন্ট (জিপিএস পয়েন্ট ২২ ৪৭ ৪৩ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০ ২৬ ১৬ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ)		

মৎস্য অধিদপ্তরের চাহিদা মোতাবেক বর্তমানে প্রস্তাবিত নতুন অভয়াশ্রমের সাথে পূর্বোক্ত অভয়াশ্রমগুলোর জিপিএস পয়েন্ট চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে। ফলে মাঠ পর্যায়ে মাছ আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নে সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদেও সুবিধা হচ্ছে।

বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি

বাংলাদেশে ১৯৮৩-৮৪ সাল হতে ইলিশ মাছের উৎপাদন মৎস্য অধিদপ্তরের ফিশারিজ রিসোর্স সার্ভে সিস্টেম (এফআরএসএস) কর্তৃক ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। উক্ত সূত্রের তথ্য অনুযায়ী বিগত ২০০১-০২ সালে ইলিশ আহরণের পরিমাণ ছিল ২,২০,৫৯৩ লক্ষ মে.টন। বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়নের ফলে বিগত ২০০১-০২ সালের তুলনায় ২০১১-১২ সালে ইলিশের উৎপাদন ৫৭.০৮% বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৪৬,৫০০ মে.টনে উন্নীত হয়েছে (সারণী-৬)।

জাটকা জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান

রাজস্ব বাজেটের আওতায় জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবিদের পূর্ণবাসনের লক্ষে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা অনুসরণ করে বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচী ১০টি জেলার ৫৯ টি উপজেলায় মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র মৎস্যজীবিদের অগ্রাধিকার প্রদান পূর্বক নূন্যতম এক হাজার টাকা করে দেয়া হচ্ছে যা দিয়ে মৎস্যজীবিরা আয় কর্ধনমূলক কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে পারছে। বিকল্প কর্মসংস্থান হিসেবে ক্ষুদ্র ব্যবসা, হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল পালন, ভ্যান-রিক্সা, ঠেলাগাড়ি চালানো, ফল ও সবজির ব্যবসা, সেলাই মেশিন, জাল বুনন ইত্যাদি আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়াও ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জাটকা মৎস্যজীবিদের মাসিক দশ কেজি হারে প্রদত্ত খাদ্য সহায়তা ত্রিশ কেজিতে উন্নীত করা হয়েছে। বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে গৃহীত এসব পদক্ষেপ জাটকা সংরক্ষণে ইতিবাচক ভুমিকা রাখছে।

সারণী ৬: বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপদন বৃদ্ধি

সাল	ইলিশ উৎপাদন		ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
	মে. টন	বৃদ্ধি (%)	
২০০১-০২	২,২০,৫৯৩	--	পূবে প্রচলিত
২০০২-০৩	১,৯৯,০৩২	(-) ৯.৮০	ঐ
২০০৩-০৪	২,৫৫,৮৩৯	১৫.৯৮	জাটকা সংরক্ষণ
২০০৪-০৫	২,৭৫,৮৬২	২৫.০৫	ঐ
২০০৫-০৬	২,৭৭,১২৩	২৫.৬৩	জাটকাসংরক্ষণ ও অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা
২০০৬-০৭	২,৭৯,১৮৯	২৬.৫৬	ঐ
২০০৭-০৮	২,৯০,০০০	৩১.৪৬	জাটকা সংরক্ষণ,অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও প্রজননক্ষম ইলিশ সংরক্ষণ

২০০৮-০৯	২,৯৮,৪৫৮	৩৫.৩০	ঐ
২০০৯-২০১০	৩,১২,৬১২	৪১.৭১	ঐ
২০১০-২০১১	৩,৪০,০০০	৫৪.১৩	ঐ
২০১১-২০১২	৩,৪৬,৫০০	৫৭.০৮	ঐ

চলমান গবেষণা

বর্তমানে "জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা" প্রকল্পের (বিএফআরআই অংশ) মাধ্যমে ইলিশ মাছের প্রজনন, বিচরণ সর্বোচ্চ সহনশীল উৎপদন, ইলিশ জনতার গতিবিদ্যা ,ইলিশের জীবন চক্র ও উৎপদনশীলতার উপর পরিবেশ ও জলবায়ুগত উপাদানের প্রভাব নির্ণয়ের জন্য ব্যাপক ভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়া, ইলিশের নতুন নতুন প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্রে অনুসন্ধান এবং অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা বিষয়ক গবেষণা অব্যাহত রয়েছে।

উপসংহার

বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অবলম্বন তথা-জাটকা সংরক্ষণ, অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও প্রজননক্ষেত্রে মা ইলিশ ধরা নিষিদ্ধকরণের ফলে ইলিশের উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, প্রতি বছরই বিভিন্ন নদ-নদীতে জাটকার আধিক্যও বৃদ্ধি পাচ্ছে। চলমান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকলে আগামী ৫ বছরে ইলিশের মোট উৎপদন বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৪.০ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হতে পারে যার বাজার মূল্য প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা (প্রতি কেজি ৩০০/- হারে)। বর্তমানে বাস্তবায়িত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির পাশাপাশি ভবিষ্যতে বাছাই করে বড় ইলিশ ধরার জন্যে জালের ফাঁসের আকার নিয়ন্ত্রন, উপকূল ও সমূদ্র এলাকায় ইলিশ সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং সার্ভিলেন্স জোরদারকরণ, ইলিশ আহরণের জন্য বিভিন্ন প্রকার জাল, নৌকা ও ইলিশ উৎপদনের নির্ভরশীল পরিসংখ্যান নিরূপন, জলমহল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন, আন্ত:প্রাতিষ্ঠানিক ও আঞ্চলিক সহযোগিত বৃদ্ধি, গণসচেতনা সৃষ্টি ও আধুনিক ইলিশ গবেষণা ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয় কার্যকর করার জন্যে বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করলে ইলিশের সহনশীল উৎপাতন বজায় রাখা সম্ভব হবে।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে যোগাযোগ করুনঃ
মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট,নদীকেন্দ্র,চাঁদপুর।
রচনায়: মোহাম্মদ জাহের, ড. মোঃ আনিছুর রহমান, মোহাম্মদ আশরাফুল আলম, শাহনুর জাহেদুল হাসান ও ড. মোঃ নুরুল্লাহ
প্রকাশনায়: জাটকা সংরক্ষণ,জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা প্রকল্প (বিএফআরআই-অংশ)
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, নদীকেন্দ্র, চাঁদপুর।
ওয়েবসাইট: www.fri.gov.bd